দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... FEB 13 2000
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

সামনে এসএসসি পরীক্ষা

পরীক্ষার্থীদের নকলে প্রলুব্ধ করতে লক্ষ্মীপুর ছেয়ে গেছে তথাকথিত 'টেকনিক গাইড'-এ

লক্ষ্মীপুর থেকে মোঃ জাকির হোসেন ঃ আগামী ২রা মার্চ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এদিকে পরীক্ষার্থীদের নকলে প্রলুব্ধ করার সর্বনাশা তৎপরতায় মেতে ওঠেছে এক শ্রেণীর অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ী। তাদের প্রকাশিত বহুল পরিচিত 'টেকনিক গাইড' বর্তমানে লক্ষ্মীপুর ও ফেনীসহ বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সর্বত্র বলতে গেলে মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে।

অভিযোগে প্রকাশ, নোয়াখালী জেলার বৃহত্তর বাণিজ্য শহর চৌমুহনীতে এক শ্রেণীর অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ী শিক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষায় নকল করার ব্যাপারে সুবিধা করতে পারে, কেবল সে লক্ষ্য থেকেই গোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এই বিশেষ ধরনের 'টেকনিক গাইড' ছেপে দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বাজারজাত করছে। আসন্ন এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষার আগে এসব তথাকথিত টেকনিক গাইড গোপনে প্রকাশ করে দেশের সর্বত্র পাঠানো হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে ছাত্রদের নকল করার টেকনিক।

উল্লেখ করার বিষয় এই যে, এসব গাইড আকারে পৌনে ৪ ইঞ্চি, চওড়ায় ৫ ইঞ্চি। এসব ছোট আকারের বই বা গাইড পরীক্ষার্থীরা তাদের পকেটসহ শরীরের যে কোন অংশে সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারবে। বর্তমানে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথাকথিত এসব গাইড বই বাজারে অবাধে ছাড়ার পর নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা সেগুলো দেদারসে কিনছে। খুচরো পুস্তক ব্যবসায়ীরা

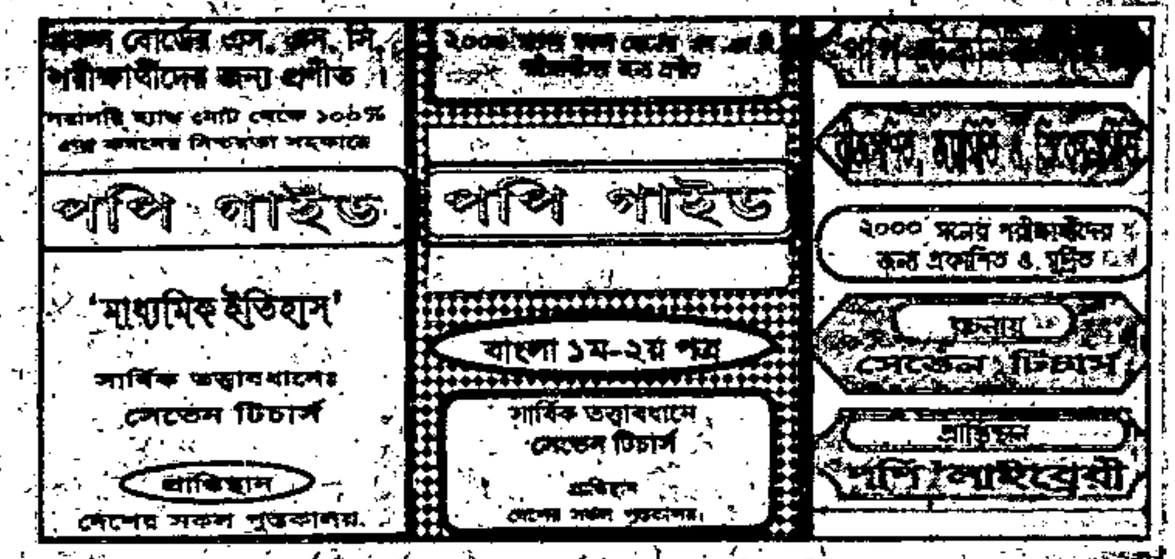

লক্ষ্মীপুর ঃ আসন্ন এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে পরীক্ষার্থীদের নকলে সাহায্য করার লক্ষ্য থেকে অসাধু প্রকাশকদের প্রকাশ করা বিভিন্ন বিষয়ের তিনটি তথাকথিত গাইড বইয়ের প্রচ্ছদপটের নমুনা —সংবাদ

এসব বই ১০ থেকে ১২ টাকা দামে কিনে থাকে। অথচ বইয়ের গায়ে মূল্য লেখা ৫০ থেকে ৬০ টাকা। সর্বোচ্চ মূল্য লেখা থাকলেও খুচরো ব্যবসায়ীরা ১৫ থেকে ২০ টাকা দামে প্রকাশকদের কাছ থেকে কিনছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চৌমুহনীর এক সম্ভ্রান্ত সমাজসচেতন পুস্তক ব্যবসায়ী জানান, ভুয়া প্রকাশনীর নাম দিয়ে তথাকথিত এসব টেকনিক গাইড প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছে চৌমুহনীর কিছু অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ী। তারা গোপনে এসব গাইড বই ছাপিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে চালান করে দিচ্ছে। আর তার কাটতিও প্রচুর। এভাবে প্রচুর টাকা রাতারাতি কামিয়ে নিচ্ছে ঐসব অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ী।

'সংবাদ' প্রতিনিধিকে কয়েকজন শিক্ষক কথা প্রসঙ্গে বলেন, একমাত্র নকলে সহায়তা করা ছাড়া এসব কথিত গাইড বই ছাত্রছাত্রীদের আর কোন উপকারে আসে না। এসব গাইড বই ভুলের পর ভুল তথ্যে ভরা। এসব বই দেখে পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীরা কিছু লিখে ভাল ফলাফল আশা করতে পারে না। ওইসব শিক্ষক প্রসঙ্গে এ দাবিতে জানান, সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের উত্তম ভবিষ্যতের স্বার্থে অবিলম্বে এসব তথাকথিত গাইড বই নিষিদ্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এসব গাইড বই যাতে বাজারজাত হবার সুযোগ না পায়, সে লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদনও জানান।